ঝিনাইদহের পোতাহাটী গ্রামের রাস্তার বেহাল দশা, জন দূর্ভোগ চরমে

ঝিনাইদহ সদরের ১নং সাধুহাটী ইউনিয়নের পোতাহাটী গ্রামের রাস্তার বেহাল অবস্থা। রাস্তায় খানখন্দে ভরা, প্রতিদিন ঝুকি নিয়ে চলছে কৃষি পণ্য বোঝায় ট্রলি ট্রাক্টর।

ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের কোল ঘেষে ডাকবাংলা বাজার ও সাধুহাটী বাসস্ট্যান্ডে মাঝে মহাসড়কের উত্তর দিকঘেষে গ্রামটির অবস্থান। গ্রামে রয়েছে একটি ঐতিহ্যবাহী কলেজ আব্দুর রউফ ডিগ্রি কলেজ, পাশে বৃহত্তম সাধুহাটী কৃষি বীজ উৎপাদন খামার।

তাছাড়া গ্রামের কোলঘেষে রয়েছে ঝিনাইদহ জেলার বৃহত্তম কৃষি বাজার, ডাকবাংলা বাজার ও চাল উৎপাদন জন্য বিখ্যাত ত্রীমহোনী বাজার। গ্রামটি অবস্থানের দিক থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হলেও দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাগুলোর পাকাকরণ, সংস্কার বা উন্নয়ন কিছুই হয়নি।

গ্রামে ৪ হাজারের অধিক লোকের বসবাস, তাছাড়া এই গ্রামের উপর দিয়ে প্রতিদিন পার্শ্ববর্তী দৌলতপুর ইউনিয়নসহ হরিণাকুণ্ডু উপজেলার হাজার হাজার মানুষ ডাকবাংলা বাজরে পণ্য পরিবহন ও যাতায়াত করে। গ্রামের পূর্ব পশ্চিম ও মধ্যপাড়া মিলে প্রায় ৪কি.মি এর অধিক আধাঁপাকা ও কাঁচা রাস্তা রয়েছে। ২০০৬সালে তৎকালীন বিএনপির সরকারে সময়ে ঝিনাইদহ-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মরহুম আলহাজ্ব মশিউর রহমান গ্রামের ২কি.মি রাস্তা পাকা করেছিলেন। তারপর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসারপর দীর্ঘদিন গ্রামটি চরম বৈষম্যের শিকার হয়েছে।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদের বরাদ্দ থেকে কিছু অংশে মাটি ও ম্যাকাডামের কাজ করেছে। তারপর দীর্ঘসময় পার হয়ে যাওয়ায় রাস্তাগুলো নষ্ট হয়ে খানাখন্দে পরিনত হয়েছে। এবিষয়ে গ্রামের গৃহবধু, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কৃষক, চাকুরীজীবী, সাংবাদিকসহ সকলেই ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করেছে।

এ বিষয়ে সাধুহাটী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কাজী নাজির উদ্দীন বলেন পোতাহাটী গ্রামের রাস্তাগুলোর অবস্থা আসলেই বেহালদশা ইউনিয়নের

সক্ষমতা নেই এই রাস্তা গুলো করার, আমি স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান ছিলাম বলে আমার সাথে সম্পর্ক ভাল না থাকায় স্থানীয় এমপি তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি পক্ষপাতিত্ব করে আমার ইউনিয়নে উন্নয়ন কাজের বরাদ্দ দেয়নি এবং কোন রাস্তা ঘাট করেনি। এই গ্রামের রাস্তাগুলো পাকা করা অত্যান্ত জরুরী।

ঝিনাইদহের সুনামধন্য সাংবাদিক ও জজ আদালতের এপিপি ওই গ্রামের কৃতিসন্তান আলা উদ্দীন আজাদ বলেন জন্মের পর থেকেই দেখছি গ্রামের পোতাহাটী নাম করণের স্বার্থকতা রয়েছে কারণ বর্ষা মৌসূম এলেই গ্রামটি পানিতে তলিয়ে বা পুতে যায়, এই গ্রামের কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবিসহ অনেক সুনামধন্য লোকের বসবাস কিন্তু গ্রামটি অত্যন্ত অবহেলিত।

গ্রামে কোন পাকারাস্তা নেই, যা একটু ছিল দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে তাও ভেঙ্গেচুরে খানাকন্দে পরিনত হয়েছে। বর্ষার সময় মানুষ বের হতে পারেনা গ্রামের প্রসূতী মা ভগ্নিরা প্রয়োজনমত এ্যম্বুলেন্স ও চিকিৎসা সেবার অভাবে প্রতিনিয়ত দুভোর্গের শিকার হচ্ছে। কোন গাড়ি ঘোড়া গ্রামে আসতে চাইনা।

তাছাড়া কৃষি পণ্য পরিবহনেও কৃষকরা পড়ে মহা বিপদে। এবিষয়ে (অবঃ) সহকারী অধ্যাপক আব্দুল কাদেরসহ বেশ কয়েকজন কৃষক ও গৃহীনিদের সঙ্গে কথা বললে তারা গ্রামের রাস্তা নিয়ে একবুক কষ্টের কথা জানান। তারা বলেন দীর্ঘ ১৫ বছর আওয়ামী লীগের আমলে আমরা বৈষম্যের শিকার হয়েছি, এখন দেশ থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়েছে আমরা আর বৈষম্য চাইনা। বৈষম্যহীন বাংলাদেশে বৈষম্য দূর করে গ্রামের রাস্তাগুলোর দ্রুত সংস্কার এবং নতুন রাস্তা নির্মাণ করার দাবি জানান তারা।

এই বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা প্রকৌশলী আবুল কালাম আজাদ বলেন, সাধুহাটী ইউনিয়নের পোতাহাটী গ্রামের তিনটি রাস্তার মধ্যে একটি রাস্তার আইডি ছিলনা ২০২৪ সালের গেজেটে সেটা তালিকা ভূক্ত হয়েছে। তাছাড়া বাকি দুটি রাস্তার মধ্যে একটি রাস্তা যশোর অঞ্চল গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (ডিপিপি) তে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, অনুমোদন পেলেই কাজ শুরু হবে। বাকি দুইটি রাস্তার কাজ নতুন পকল্পের মাধ্যমে পাঁকা করা হবে।

ঝিনাইদহে রেলপথ বাস্তবায়নের দাবীতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান

ঝিনাইদহ জেলা শহরে রেলপথ চাই বাস্তবায়ন পরিষদের পক্ষ থেকে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুল আউয়ালের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার (২১ মে) দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ঝিনাইদহ শহরে রেলপথ স্থাপনের দাবিতে ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন “ঝিনাইদহ শহরে রেলপথ চাই” বাস্তবায়ন পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ওরফে রেল আব্দুল্লাহ, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুস সবুর, সাধারণ সম্পাদক আরিফা ইয়াসমীন লিম্পা, মুখ্য সংগঠক আনোয়ার ফিরোজ মাসুম, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ইফাজ তানভির মিন্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিনুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ জাহিদুল ইসলাম ও কার্যকরী সদস্য পারভীন সুলতানাসহ সংগঠনের সকল স্তরের নেতাকর্মী। এবং জেলা বিএনপি’র সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এ কে এম ওয়াজেদ হোসেন। এছাড়াও ঝিনাইদহ শহরের সকল রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবি সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে প্রেমের ফাঁদে ফেলে

সর্বস্ব হাতিয়ে নিচ্ছে হানিট্যাপ চক্র

ঝিনাইদহে কথিত প্রেমের ফাঁদে ফেলে সর্বস্ব হাতিয়ে নিচ্ছে একটি সক্রিয় হানিট্র্যাপ চক্র। স্বাক্ষর জালিয়াতি করে ভুয়া বিয়ের কাবিননামা বানিয়ে ব্লাকমেইল করে কয়েকজন যুবকের কাছ থেকেও চক্রটি হাতিয়ে নিয়েছে লাখ লাখ টাকা।

আইনজীবী সহকারি (মোহরার), পুলিশ সদস্যসহ চক্রটিতে জড়িয়ে পড়েছেন বিভিন্ন পেশার মানুষ। তবে চক্রটির মূলহোতা আসমা খাতুন সাথী নামের এক নারী।

তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিকে ভুয়া কাবিননামা বানিয়ে, ভুয়া কলরেকর্ড ফাঁসের হুমকি দিয়ে ও মামলার ভয় দেখিয়ে হাতিয়ে নিয়েছেন লাখ লাখ টাকা। এসব অভিযোগের প্রতিকার চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগীরা।

মঙ্গলবার ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান ভিকটিমরা। এসময় হানিট্যাপ চক্রের মূলহোতা আসমা খাতুন সাথীর শ^শুর কামাল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত অভিযোগে বলা হয়েছে, প্রতারক চক্রের মূলহোতা আসমা খাতুন সাথী দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন মানুষকে ফাঁদে ফেলে থানায় ভুয়া অভিযোগ দিয়ে প্রতারণা করে আসছে। ধর্ষণ, ধর্ষণচেষ্টা, অর্থ লেনদেনের মতো ভুয়া অভিযোগ দিয়ে একাধিক মানুষের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছেন মোটা অঙ্কের টাকা। পুলিশ ও আদালতের মোহরারকে দিয়ে মামলার ভয়-ভীতি ও গ্রেফতারের হুমকি দিয়ে বহু মানুষকে হয়রানি করেছেন।

গুলশান আরা ও মর্জিনা খাতুন নামের দুই ভিকটিম অভিযোগ করেন, বারবার নিজের ঠিকানা পাল্টে, স্বাক্ষর জাল-জালিয়াতি করে আসমা খাতুন সাথীর নেতৃত্বে চক্রটি বহু পরিবারকে জিম্মি করে রেখেছে। মামলার ভয়ভীতি দেখিয়ে সহজ-সরল মানুষকে ফাঁদে ফেলে প্রতিনিয়ত তারা টাকা পয়সা হাতিয়ে নিচ্ছে। আদালতের মোহরার ও কতিপয় অসাদু পুলিশ সদস্যদের নাম ভাঙিয়ে ওই নারী বেপরোয়া মামলাবাজি করে চলেছে।

ভিকটিমরা জানান, সাথী ও তার চক্রের ফাঁদে পড়ে তিনটি সংসার ভেঙে

গেছে। অনেক পুরুষ মামলা ও গ্রেফতারের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। নারীরা মামলার ভয়ে বাড়িতে থাকতে পারছে না। এ পর্যন্ত ঠিকানা বদল করে প্রতারক আসমা খাতুন সাথী খুলনা ও ঝিনাইদহের আদালতে বিভিন্ন ব্যক্তির নামে ভুয়া অভিযোগে ৮টি মামলা দায়ের করেছে। এসব মামলার বিচারকার্য শুরুর আগেই চক্রটি কথিত বিবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভয়-ভীতি দেখান। এক পর্যায়ে সহজ সরল মানুষগুলো চক্রের ফাঁদে পড়ে লাখ লাখ টাকা দিয়ে মামলা থেকে রেহায় পাওয়ার চেষ্টা করে আসছে।

এ ব্যাপারে অভিযুক্ত আসমা খাতুন সাথীর সাথে কথা বলতে তার ফোনে কল দেওয়া হলে ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

হ্যাকারদের দৌরাত্ম্যে বেকায়দায় কোটচাঁদপুরের ভাতাভোগীরা

বিকাশ ও নগদ হ্যাকারদের দৌরাত্ম্যে বেকায়দায় কোটচাঁদপুরের ভাতাভোগীরা। ফোন করে পিন নম্বর চাওয়ায় ভাতার টাকা নিয়ে শঙ্কায় আছেন তারা।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর উপজেলায় ১৩ হাজার ৫৫৫ জন ভাতাভোগী রয়েছেন। তিন মাস পর পর মোবাইলে তাদেরকে দেওয়া হয় ভাতার টাকা। আর এ টাকা দেওয়ার সময় হলেই সক্রিয় হয়ে ওঠেন বিকাশ ও নগদ হ্যাকাররা। ফোন করে ভাতাভোগীদের কাছে চান পিন নম্বর। না দিলে ভাতা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হচ্ছে তাদের।

এদের একজন কোটচাঁদপুর তালসার গ্রামের আব্দুল সাত্তার। তিনি বলেন, আমার মা আমেনা খাতুন। উনার নতুন করে বিধবা ভাতার কার্ড হয়েছে। সোমবার রাতে হঠাৎ করে ফোন আসে ০৯৬৩৮৯৭০৬৮৮ নম্বর থেকে। বলেন, “আমি সমাজসেবা অফিস থেকে বলছি। আপনার মোবাইলের পিন নম্বরটা দিন। আপনার মায়ের টাকা এসেছে, পিন দিলে টাকা পাবেন।”

একইভাবে ওই নম্বর থেকে ফোন করা হয় তালসার গ্রামের আকিমুল ইসলাম

সাজুর কাছে। তিনি বলেন, “রাত তখন ৯টা বাজে। ওই নম্বর থেকে ফোন করে বলেন, আপনি কি ওয়াদুদ ভুইয়া বলছেন? আমি সমাজসেবা অফিস থেকে বলছি। আপনার নামে টাকা এসেছে। পিন নম্বর দিলে টাকা দিতাম আপনাদের।”

এভাবেই একাধিক ভাতাভোগীর কাছে ফোন করে পিন নম্বর চাইছেন হ্যাকাররা।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা বশির আহম্মেদ। তিনি বলেন, “এ উপজেলায় মোট ১৩ হাজার ৫৫৫ জন ভাতাভোগী রয়েছেন। যার মধ্যে বয়স্ক ভাতা পান ৬ হাজার ২০৬ জন, বিধবা ২ হাজার ৯৭০ জন, প্রতিবন্ধী ৪ হাজার ৩৭৯ জন। যাদেরকে আমরা তিন মাস পর পর ভাতার টাকা দিয়ে থাকি। আর এ টাকা দেওয়ার সময় হলেই হ্যাকাররা সক্রিয় হয়ে ওঠেন।”

তিনি বলেন, “আজ সকাল থেকে ৭-৮ জন ভাতাভোগীর অভিযোগে জানতে পেরেছি, হ্যাকাররা টাকা নিতে তাদের কাছে পিন নম্বর চায়। তারা পিন নম্বর না দিয়ে অফিসে এসেছেন।”

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, “এখনো পর্যন্ত থানায় কোনো জিডি বা অভিযোগ হয়নি। তবে এ ধরনের অভিযোগ নিয়ে প্রায় সময় ভুক্তভোগীরা আসেন। এসব নিয়ে এর আগে অনেক জিডিও আছে থানায়।”

হরিণাকুন্ডুতে দু’দল গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষে আহত শতাধীক

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে দু’দল গ্রামবাসীর সংঘর্ষে অন্তত শতাধীক লোক আহত হয়েছে। গতকাল রোববার বিকেলে উপজেলার চরপাড়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মাঠে নামে বাংলাদেশ সোনাবাহিনী।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, শনিবার বিকেলে হরিণাকুন্ডুর চরপাড়া বাজারে মাছ কেনাবেচা নিয়ে চরপাড়া ও শৈলকুপা উপজেলার মাইলমারি গ্রামের লোকজনের মাধ্যে বাক-বিতন্ডা ও হাতাহাতি হয়।

এছাড়া রোববার সকালে পার্শবর্তী পোড়াহাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাইলমারি গ্রামের দুই ছাত্রকে মারধর করে চরপাড়া গ্রামের ৩ বহিরাগত ছাত্র। এরই জের ধরে দুই গ্রামের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ৩ ঘন্টার বেশি সময় ধরে চলা এই সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত শতাধীক লোক আহত হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহতদের উদ্ধার করে হরিণাকুন্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় অতিরিক্তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

হরিণাকুন্ডু থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম এ রউফ খান জানান, ঘটনার বিষয় শুনার পর চরপাড়া পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেও নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারায় পরবর্তীতে হরিনাকুন্ডু থানা থেকে অতিরিক্ত পুলিশ সহ আমি নিজেই ঘটনাস্থানে যায়।

পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীনির সহযোগিতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে।

শৈলকুপায় মহাসড়কের উপরে গড়ে তোলা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় মহাসড়কের উপরে গড়ে তোলা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে সড়ক বিভাগ।

সোমবার (১৯ মে) সকালে শৈলকুপা উপজেলা আসাননগর এলাকায় উপজেলা প্রশাসনের সহযোগীতায় এ অভিযান চালানো হয়।

সড়ক বিভাগ জানায়, মহাসড়কের আসাননগরে মহাসড়কের জায়গা দখল করে পাকা স্থাপনা তৈরী করেছিলো স্থানীয় বাসিন্দা খায়রুল ইসলাম। বারবার জানানোর পরও তিনি স্থাপনা নির্মাণ বন্ধ করেন নি। যে কারণে সোমবার শৈলকুপার এসিল্যান্ড সিরাজুস সালেহীন’র নেতৃত্বে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। গুড়িয়ে দেওয়া হয় পাকা স্থাপনা।

সেসময় ঝিনাইদহ সড়ক ও জনপথ বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী আহসান-উল-কবীর, সার্ভেয়ার সোহেল রানাসহ শৈলকুপা থানার পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সহকারী প্রকৌশলী আহসান-উল-কবীর বলেন, মহাসড়কের জায়গা দখল করে অবৈধভাবে নির্মিত পাকা স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। মহাসড়কের আশেপাশে যেকোনো অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ বন্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। বারবার সতর্ক করার পরও নির্মাণ কাজ বন্ধ না করায় আজকের এই উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মহাসড়কের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার স্বার্থে ভবিষ্যতেও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে নিয়মিত অভিযান চলবে। আমরা সকলকে অনুরোধ করছি, মহাসড়কের জায়গা দখল করে কোনো ধরনের স্থাপনা নির্মাণ করবেন না।

ঝিনাইদহে আম জনতা দলের আহ্বায়ক কমিটির আত্মপ্রকাশ

ঝিনাইদহে আম জনতা দলের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় দলটির জেলা আহ্বায়ক কমিটির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে গত ৭ মে ঝিনাইদহ জেলা আম জনতা দলের আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদন দেয় দলটির কেন্দ্রীয় সংসদ।

সোমবার (১৯ মে) বেলা সাড়ে ১১টায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে এ পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন দলটির জেলা কমিটির উপদেষ্ঠা সাবেক অধ্যক্ষ মো. সায়েদুর রহমান, জেলা আম জনতার দলের আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ আল নোমান, সদস্য সচিব মো. সৈকত হোসেন।

এর আগে গত ৭ মে আম জনতা দলের ঝিনাইদহ জেলার ১৯৯ সদস্যের আহ্বায়ক

কমিটির অনুমোদনে দেয় দলটির কেন্দ্রীয় সংসদ। কেন্দ্রীয় আম জনতার দলের সভাপতি মিয়া মসিউজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক তারেক রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ কমিটির অনুমোদন দেয়া হয়। আগামী ৬ মাসের জন্য এ কমিটির অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন, জাহান লিমন, মুসকান রুবাইয়া মীরা, মইনুল হোসেন, রেজাউল ইসলাম, সৈয়দ শরিফুল ইসলাম, তুহিন আলম, মহিদুল ইসলাম, আল মামুন, নাজমুল হাসান জীম, উজ্জল হোসেন, কাশেম আলী, আশাদুল বিশ্বাস প্রমুখ।

সভায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল কাজল, সাবেক সভাপতি এম রায়হান, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক নিজাম জোয়ার্দার বাবলু, মাহমুদ হাসান টিপু সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের সংবাদকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আম জনতা দলের আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন, ভারতীয় আগ্রাসন বিরোধী যেকোন অবস্থান ও আন্দোলনের সঙ্গে আম জনতা দল একসঙ্গে কাজ করবে। সার্বভৌমত রক্ষা, সুশাসন নিশ্চিতকরণ ও বেকারত্ব নিরসনের লক্ষ্যে আমাদের দল কাজ করে যাবে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক সংগঠন ও সাধারণ জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আমরা দেশের জন্য কাজ করতে চাই।

শনিবারে খোলেনি হরিণাকুণ্ডুর ভাতুড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়

সরকারী প্রজ্ঞাপনের তোয়াক্কা না করে অন্যান্য সাপ্তাহিক ছুটির মত ১৭ মে শনিবার, স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রেখেছিল হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভাতুড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৭ ও ২৪ মে শনিবার খোলা রাখার নির্দেশ জারি করে সরকার।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ঈদুল আযহার বন্ধ উপলক্ষে

ক্ষতি পুষাতে এই দ্ইু শনিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন বিদ্যালয় খোলা রেখে পাঠদান করাতে করার নির্দেশনা জারি করে। এই দিনে কোন ভাবেই নিজেদের সিদ্ধান্তে বিদ্যালয় ছুটি ঘোষণা করতে পারবে না।

অথচ বাস্তব চিত্র ভিন্ন শনিবার বেলা ১২টায় সরেজমিনে হরিনাকুণ্ডু উপজেলার কাপাশহাটীয়া ইউনিয়নের ভাতুড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের প্রতিটি রুমে তালা বন্ধ। বিদ্যালয়ের মাঠে কিম্বা শ্রেণিকক্ষে কোনো শিক্ষক-শিক্ষার্থী নেই, নেই কোনো শিক্ষা কার্যক্রমের নমুনা। আশপাশের কয়েকজন গ্রামবাসীর নিকট জানতে চাইলে তারা বলেন সকালের দিকে কয়েকজন শিক্ষককে দেখেছিলাম প্রাইভেট পড়াতে পরে আর কোন শিক্ষক বা ছাত্র-ছাত্রীদের দেখা যায়নি। আজ স্কুলে ক্লাস হয়নি বলে জানান প্রতিবেশি নুরুল ইসলাম।

এই অবস্থায় এলাকাবাসীর কাছে প্রশ্ন উঠেছে কেন তারা সরকারি নির্দেশণা অমান্য করে বিদ্যালয়টি বন্ধ রেখেছে, এর দায়ভার কে নেবে? শিক্ষার্থীদের পাঠদানের ক্ষতিই বা পূরণ করবে কিভাবে?

স্থানীয় অভিভাবকদের মাঝে ক্ষোভ ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তাদের মনে করেণ, এ ধরনের দায়িত্বহীনতা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষককে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত দ্রুত বিষয়টি তদন্ত করে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এবিষয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক কাজী ইউনুচ আলীর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, নির্দেশনাটি আমাদের বুঝতে ভুল হয়েছে, আমনা ভেবেছি প্রতিষ্ঠানের অফিস খোলা থাকবে সে অনুপাতে অফিস সাড়ে ১২টা পর্যন্ত খোলা ছিল কোন ছাত্র-ছাত্রী না আসায় অফিস সহকারী ও কয়েকজন শিক্ষক বিদ্যালয়ের অফিস বন্ধ করে বাড়িতে চলে যায়, আগামী শনিবারে আর এমন ভুল হবেনা ঠিক হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে হরিনাকুণ্ডু উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আঃ বারীর নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন, স্কুলের কার্যক্রম ১০ থেকে ৪টা পর্যন্ত চালু রাখার কথা কোন প্রতিষ্ঠান যদি এটা না করে তাহলে তাদেও বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। ভাতুড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৭ মে শনিবার ক্লাস বন্ধ রাখার ব্যাপারে তিনি বলেন প্রধান শিক্ষককের বিরুদ্ধ শোকজসহ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সদস্য হলেন ঝিনাইদহের সাংবাদিক আসিফ কাজল

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অনুমোদনে খুলনা বিভাগের বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার নতুন এ্যাডহক কমিটিতে আবারও সদস্য হিসেবে স্থান পেয়েছেন সাবেক ফুটবলার ও ক্রীড়া সংগঠক সাংবাদিক আসিফ ইকবাল কাজল।

শনিবার (১৭ মে) দুপুরে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে জারিকৃত এক প্রজ্ঞাপন সূত্রে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। ক্রীড়া উপদেষ্টার নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের যুগ্ম সচিব আমিনুল ইসলাম এনডিসি এই অ্যাডহক কমিটি অনুমোদন করেন।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী গঠিত এ কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন খুলনার বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ ইমাদুল হক খান। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার ও কোচ খান আব্দুর রাজ্জাক (রাজ), জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার ইমরুল কায়েস, শ্যুটার খন্দকার তুহিন আহমেদ, ক্রীড়া সাংবাদিক শেখ দিদারুল ইসলাম, আইনজীবী ও সাবেক খেলোয়াড় অ্যাডভোকেট শেখ জাকিরুল ইসলাম, ছাত্র প্রতিনিধি মো.মাজহারুল ইসলাম শিহাব এবং জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার মো. মাসুদুর রহমান (টনি)।

পদাধিকার বলে কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন খুলনা বিভাগের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক।
উল্লেখ্য, আসিফ ইকবাল কাজল এর আগেও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলেন এবং ক্রীড়াঙ্গনে তার সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে।

আসিফ কাজল পুনরায় এডহক কমিটিতে স্থান পাওয়ায় ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুল আউয়ালসহ বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠন, সামাজিক সংগঠন ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ঝিনাইদহে সড়কে ঝরলো আম বিক্রেতার প্রাণ

ঝিনাইদহ শহরে আম বিক্রি করতে যাওয়ার পথে সড়ক দূর্ঘটনায় লিটন মন্ডল (৪৫) নামে এক আম ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার (১৭ মে) ভোর ৫টার দিকে ঝিনাইদহ সদরের ঝিনাইদহ-মাগুরা সড়কের ধানহাড়িয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোরে ইজিবাইকে করে আম নিয়ে ঝিনাইদহ শহরের ফলের আড়তে যাচ্ছিলেন ব্যবসায়ী লিটন মন্ডল এসময় ধানহাড়িয়া নিকটে পৌছালে বিপরিত দিক থেকে আসা সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে ধাক্কা লাগে ইজিবাইকটির। এতে লিটন মন্ডল পড়ে গিয়ে চাপা পড়েন আম বহনকারী ইজিবাইকের নিচে।

পরে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে পাঠালে সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে দায়িত্বরত ডাক্তার শাহ আলম জানান, হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই লিটন মন্ডল নামের ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

নিহত লিটন মন্ডল মাগুরা সদর উপজেলার বাসতালি গ্রামের শফি মন্ডলের ছেলে। তিনি মৌসমি ফলের ব্যবসা করতেন।

আরাপপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস জানান, ভোর ৫টার দিকে মাগুরার বাসতৈল এলাকা থেকে ইজিবাইকে আম নিয়ে ঝিনাইদহ শহরের আড়তে বিক্রি করতে যাচ্ছিলেন লিটন মন্ডল। পথে ধানহাড়িয়ায় পৌঁছালে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা সামনে থেকে ইজিবাইকে ধাক্কা দেয়। এতে ইজিবাইকের নিচে চাপা পড়েন তিনি। এসময় স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঝিনাইদহ হাইওয়ে থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস বলেন, এ ঘটনায় ঘাতক সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি এখনো আটক করা যায়নি। মরদেহটি

পোষ্টমর্টেমের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।